মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও চিকিৎসকসহ নতুন ২১ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা ও চিকিৎসকসহ নতুন করে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
রবিবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ৪০টি যার মধ্যে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে (সদরের ১১ জন, গাংনীর ৯ জন এবং মুজিবনগরের ১ জন। এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৬ টি ।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় হলো- মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, তাঁর মেয়ে মিথিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মো: ফজলুর রহমান, শহরের চক্রপাড়ার সাইদ মনির হোসেন, থানাপাড়ার আনারুল ইসলাম, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের শুকুর আলী, আমঝুপি গ্রামের আব্দুল হামিদ, আলমপুর গ্রামের আমিনুর রহমান, মেহেরপুর বড়বাজারের রফিকুর রহমান, কাথুলী সড়কের আজিজুল হক, গোভীপুর গ্রামের সোহেল রানা, মুজিবনগরের শিবপুর গ্রামের সেলিম গাজি, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের আনারুল ইসলাম, আনোয়ার, ছাতিয়ান গ্রামের আসাদুজ্জামান, ওলিনগর গ্রামের আশরাফুল ইসলাম, ষোলটাকা গ্রামের মোখলেসুর, গাংনী শহরের আব্দুল মতিন, পশ্চিম মালসাদহের আবু জার, বামন্দি বাজারের আকিব আল আমিন, চৌগাছার শারমিন

সিভিল সার্জন আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৮৪৪ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬৬৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৭৮ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ্ হয়েছেন ১৪১ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২১ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ১০৯ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৫৩ জন, গাংনীতে ৪০ জন এবং মুজিবনগরে ১৬ জন।

মুজিবনগরে ১৬৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান

২৬ মার্চ ২০২০ উপলক্ষ্যে মুজিবনগরের ১৬৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর অফিস কার্যলয়ে এ সকল ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনির সভাপতিত্বে ক্রেষ্ট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল জলিল,বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান হাবিব, হারুনুর রশিদ, লুৎফর সহ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগন।

উল্যেখ্য, গত ২৬ মার্চ উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরিকৃত সম্মাননা ক্রেষ্ট করোনার কারনে প্রদান করা না হওয়ায় আজ রবিবার তা প্রদান করা হয়।

তথ্যদাতাদের তথ্য গোপন রেখে পুলিশ কাজ করে যাবেঃ এসএম মুরাদ আলী

পুলিশের সবথেকে বড় সোর্স হলো সাধারন জনগন।জনগনের সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পুলিশ কাজ করে।একটা থানার আওতাধীন অনেক সমস্যা থেকে থাকে যা আমরা সকল কিছু জানতে পারি না। তাই সব সময় আপনাদের সহযোগীতা প্রয়োজন। আপনাদের এলাকার যে কোন ঘটনার সঠিক তথ্য পুলিশকে দেবেন। আপনাদেন পরিচয় গোপন রেখে পুলিশ কাজ করে যাবে।

রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে
মুজিবনগর দারিয়াপুরে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান

অতিথির বক্তব্যে উপস্থিত জনগনের সামনে এ সকল কথা বলেন পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।

বিট পুলিশিং এর বিষয়ে পুলিশ সুপার বলেন,একটা গ্রন্থ এলাকা নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়।সাধারন জনগনকে যে কোন ধরনের সেবা নিতে কষ্ট করে থানায় যেতে হয়। আর যেন কাউকে থানায় যেতে না হয় তাই সকলের দাড় গোড়ায় সেবা পৌছে দিতে আমরা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং এর উদ্যেগ। আপনারা যে কোন ধরনের ছোট খাটো সমস্যা এই বিট পুলিশিং এর কার্যলয় থেকে সমাধান করতে পারবেন।
এছাড়া আপনার জানেন মেহেরপুর জেলায় ইতিমধ্যে অনেকটা মাদক নির্মূলে চলে এসেছি।
আমরা মাদকাশক্তদের সনাক্ত করন করার জন্য কিট নিয়ে আসার ব্যাবস্থা করছি। কিট আসলে পুলিশের ভিতর যারা মাদকাশক্ত আছে আমরা প্রথমত সেই পুলিশ সদস্যদের দিয়ে অভিযান শুরু করবো। আর যদি কেউ মাদকাশক্ত সনাক্তকরন হয় তাহলে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে তাকে চাকুরী থেকে বাদ দেওয়ার সকল ব্যাবস্থা গ্রহন করবো।
এছাড়া আপনারা যদি পুলিশকে সহযোগীতা করেন আমি কথা দিচ্ছি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মেহেরপুর জেলাকে মাদকমুক্ত করবো।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম বলেন,বিট পুলিশিং এর মূল উদ্যেশ্য হলো সকল ধরনের সেবা আপনাদের দাড় গোড়ায় পৌছে দেওয়া।আপনারা জানেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় অনলাইনের মাধ্যেমে সেবা চালু হয়েছে। আপনার উপজেলাতেও এই সেবাটি চালু হলে জিডি ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আপনারা অনলাইনের মাধ্যেমে করতে পারবেন। এতে করে পুলিশের প্রতি জনগনের ভিতি,বিভ্রান্তি ও নিতিবাচক যে ধারনা সেই ধারনা আর তৈরি হবে না।
তিনি বলেন, জাতির যে কোন ধরনের সংকটকালে সবার আগে পুলিশ এগিয়ে আসে।জঙ্গিবাদ নির্মূলে পুলিশের কৃতিত্ব ছিলো বেশি।
আপনারা একটা জিনিস লক্ষ করেছেন হয়তো, বর্তমানে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে ভয়বহ আকারে ধারন করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা টেলিভিশনে দেখেছেন করোনায় মৃত্যু হওয়ার কারনে ছেলে মাকে রেখে পালিয়ে গিয়েছে, ভাই বোনকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু পুলিশ কখনো তাদের রেখে পিছু পা হয়নি।
পুলিশ সব সময় সাধারন জনগনের পাশে রয়েছে আগামীতেও থাকবে।

বিট পুলিশিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন,সাধারন

সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, মুজিবনগর উপজেলা যুবমহিলালীগের সাধারন সম্পাদক তহমিনা খাতুন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের সনচালনায় ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু।

এর আগে অতিথিগন অনুষ্ঠানে পৌছালে মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।
পরে পুলিশ সুপার ফিতা কেটে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করে। উল্যেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার চার ইউনিয়েনে মোট ৫ টি বিট পুলিশিং অফিস চালু করা হবে।
যার মধ্যে আজ রবিবার ৩ টি বিট পুলিশিং অফিস এর উদ্বোধন করা হয়।

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন,

সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চিনের সাথে অর্থনৈতিক

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং চিনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সম্প্রতি চিন আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। এনিয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রভাব পড়বে না।

শনিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদেও প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আগামী বচছর আমরা ৫০ বছর পুর্তি উৎসব করবো। আমাদের বিজয়, ভারতের বিজয়। আমাদের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন।

ভারতের সাথেও যেমন আমাদের বানিজ্যিক সম্পর্ক আছে তেমনি চিনের সাথেও আছে। ইতিমধ্যে চিন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চিন ভারত উত্তেজনায় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করবো।

বঙ্গবন্ধুর বাকি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা এখনো দেশের বাইরে পলাতক আছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই মুজিববর্ষেই বিচার করা হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যেহেতু এটা অন্য দেশের উপরও নির্ভর করে তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে।

আমাদের যা যা করার আমরা সব গুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে অনুরোধ আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে যদি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের তথ্য দিন। আমরা দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করবো।

মেহেরপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা এটা নিয়ে আবেদন করেন, ভয়েস রেইস করেন। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

এর আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বস্ত্রীক মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন,

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

মেহেরপুরে আ.লীগ নেতা বাবুসহ নতুন করে ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে আওয়ামীলীগ নেতাসহ নতুন করে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় হলো- গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু (৪২), গাংনী

র্যাব ক্যাম্পের পাশে রেখা রানী বিশ্বাস (৫৮), অর্ঘ্য (১৪), অর্পণ (১৮), গাংনী হাসপাতাল পাড়ার সাহারা খাতুন (৩৮), পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের শাহিনা খাতুন (৪২), আযান পুকুর পাড়ার ফারুক (৩৮), কেশবনগরের আব্দুল লতিফ (৩৮), মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের আমানুল্লাহ বেলু, সদর উপজেলার সুবিধপুর খা পাড়ার মেহেদী হাসান (৩৫), সদর হাসপাতালের শরিফুল ইসলাম (৩০), শারমিন (২৮), বিআরবি ক্যাবল কর্মকর্তা পলাশ আহমেদ (৫২) ।

শনিবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ১৬টি যার মধ্যে ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে (সদরের চার জন, গাংনর ৮ জন এবং মুজিবনগরের ১ জন। এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৪ টি ।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৭৯৮ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬২৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৫৭ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ্ হয়েছেন ১৩৩ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২১ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ৯৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৪৩ জন, গাংনীতে ৩৮ জন এবং মুজিবনগরে ১৫ জন।

গাংনীতে ভায়ের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া বোন

মেহেরপুরের গাংনীতে আপন ভায়ের নির্যাতনে ঘর ছাড়া হয়েছেন বোন। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে থেকে দিন পার করছে ভুক্তভোগী ঐ মহিলা। অসহায় মহিলার ভাই হযরত আলী ঘরবাড়ি ভেঙে দেড় লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেছে মহিলা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আযান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ঐ মহিলা জানান, গত ৩০ বছর ধরে আমি ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছি। আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি একাই সেখানে থাকি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে আমার ভাই হযরত ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য আমাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার ভাই হযরত তার ছেলে সেলিম

মেয়ে আম্বিয়া ও প্রতিবেশি খবির এর ছেলে ইদু।

গত বৃহস্পতিবার আমার ঘর বাড়ি ভেঙে দেয় এবং আমি যদি এই জায়গায় পা রাখি তবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সেখান থেকে পুলিশ এসে পরিদর্শন করে গেছে। কিন্তু আশানুরুপ কোন কিছু করেনি।

এ বিষয়ে হযরতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে রাজি হননি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এদের দুই ভাই বোনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ বেশ কয়েক বছর ধরে। আমি প্রায় মাস পাঁচেক আগে একটি মিমাংসা করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরে আবার এটা নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। আমি অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত হযরতকে আটক করে কোর্টে চালান দিয়েছিলাম। পরে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে দুস্থ অসহায় ও পথশিশুদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঝে মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল নির্দেশনায় শনিবার দুপুরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে শহরের দুস্থ অসহায়, অটোচালক ও পথশিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, সাবেক ছাত্রনেতা হিলন, সাবেক ছাত্রনেতা সবুজ মিয়া, জেলা যুবলীগের সদস্য আমানুর রহমান সোহেল, ইউনুস আলী, শেখ শারাফাত, সাইফুল ইসলাম উজ্জল, মেজবাহউদ্দিন,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ফয়সাল হোসেনসহ জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

পরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়।

মেপ্র/এমএফআর

একটি ঘরের প্রতীক্ষায় প্রতিবন্ধী সহিদ

আর কত গরিব, আর কত অসহায় হলে সরকারি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায়- তা জানা নেই বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার।

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভাধীন শিশিরপাড়া গ্রামের মাঠ পাড়ার অসহায় এই মানুষটির একমাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়মাটির ঘরের দেয়ালখানি অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে ভেঙ্গে গেছে মাসখানেক আগে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা মেরামত করাওসম্ভব হয়নি আজও।

মেরামত হবেই-বা কি করে, যার যেখানে নুন আনতে পানতা ফুরাবার অবস্থা সে কিভাবে ঘর মেরামত করবে? ঘরের যে দেয়ালটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যেই তারা বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করে চলেছে।শারীরিকভাবে অক্ষম বাক প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে তার বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে খাতুন। বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে কখনো লোকের বাড়িতে, কখনো মাঠে গিয়ে দিন মজুরের কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে অনেক কষ্টে

সংসার চলে তাদের।

উপার্জিত সামান্য এই অর্থের মধ্য হতে বৃদ্ধা স্বামী সহিদ মিয়ার চিকিৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাদের ঔরসজাত শুকুর আলী ও মুছা নামের দুই সন্তান থাকলেও তারা বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর নেয় না। তারা থাকে আলাদা। তাদেরও সংসার চলে দিনমজুরের কাজ করে।

সরকারি সহযোগীতায় অনেক উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ঘর-বাড়ি নির্মান করে দেয়া হলেও অসহায় এই পরিবারটির সহযোগীতায় কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে সরকারী কিংবা বে-সরকারী পর্যায়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে অসহায় এই পরিবারটি হয়তো কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পৌর কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছি এই পরিবারটিকে। এই মুহূর্তে অসহায় এই পরিবারটির জন্য ঘর নির্মাণ, একটি হুইল চেয়ার ক্রয়, খাদ্য সহায়তা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ। বিপরীতে কোরবানির ঈদের আমেজে মাছের বাজারে ক্রেতা কিছুটা কম। ফলে বড় ইলিশের দামও কমেছে। মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বড় আকারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ৮শ থেকে ৯শ টাকা কেজিতে। ছোটগুলোর দাম আরো কম। ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ছোট আকারের ইলিশ। অন্যান্য মাছের দাম বেশি হলেও ইলিশে খুশি ক্রেতারা।

মেহেরপুরের বড় বাজার, হোটেল বাজারসহ গ্রামের কয়েকটি হাটে ঘুরে দেখা যায় এই চিত্র। এই সপ্তাহে বাজারে বড় ইলিশের বেশ সমাগম রয়েছে। দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশসহ ছোট-বড় ইলিশে বাজার ভরপুর।

এতে কম দামে ইলিশ কিনতে পেরে ক্রেতারা যেমন খুশি তেমনি তুলনামূলক কম মূলধন খাটিয়ে বেশি লাভ হওয়ায় বিক্রেতারাও খুশি। বড় বাজার এলাকার শামিম নামের এক ক্রেতা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাজারে আসেনি ইলিশ, অতিবৃষ্টির কারণে নদীনালা ভরে গেলে মাছের বাজারে এসেছে নানান মাছ। যে কারণে নতুন ভাবেও কিন্তু ইলিশ এসেছে বাজারে, আগের তুলনার চাইতে এখন ইলিশের দাম কম তাই বাজারে এখন ইলিশ কেনায় ব্যস্ত সব পেশার মানুষেরা।

বাজারে মাছ কিনতে আসা হারুন-অর রশিদ বলেন, এবার বড় ইলিশ বাজারে উঠেছে বেশি। দেড় কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ কিনলাম সাড়ে তিন হাজার টাকায়। অর্থাৎ ১২০০ টাকার কাছা কাছি। আগে এই মাপের ইলিশ কিনতে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করতে হতো। তা ছাড়া এত বড় ইলিশ কমই পাওয়া যেত।

মাছ ব্যবসায়ী মাধব অধিকারী ও সুশাল হালদার বলেন, বাজারে প্রচুর ইলিশ আসছে। সে কারণে দাম কমেছে। ইলিশের বাড়তি সরবরাহের কারণে অন্য মাছের দাম বেশি চাইলে ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

মেহেরপুর গড় পুকুর সংলগ্ন হালদার মৎস আড়তের ভক্ত হালদার জানান, এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৮৫০ টাকায়, যা কিছু দিন আগেও ছিল ১১০০-১২০০ টাকা। ৭৫০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৫৫০ টাকার মধ্যে। ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশের দর ৩৫০-৪০০ টাকার মধ্যে।